২১০.যখন তারা নীচে নেমে এলেন, যীশু এক *বোবা-কালা ছেলের কাছ থেকে মন্দ আত্মা দূর করলেন,* যা শিষ্যরা পারলো না এবং তিনি বললেন যে এ ধরনের ঘটনায় উপবাস সহ প্রার্থনা করা উচিত। এরপর আবার তিনি ***মনুষ্য-পুত্রকে মেরে ফেলা হবে*** এই কথা বলে তাদের *সতর্ক করতে* করতে ধীরে ধীরে গালীল শহর পার হতে *লাগলেন,* কিন্তু শিষ্যরা এই বিষয়ে তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভয় পেলেন। কফরনাহূমে বসে তারা সবাই রাজার সন্তান এই কথা প্রমান করার জন্য, যীশু পিতরের ভাগের কর দেবার জন্য মাছ ধরে তার মুখ থেকে পয়সা বের করলেন। এরপর কে সবচেয়ে বড় তা নিয়ে শিষ্যদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হতে লাগলো, কিন্তু যীশু এই কথা বলে তাদের সতর্ক করে দিলেন যে স্বর্গরাজ্যে ঢুকতে হলে বাচ্চাদের মত হতে হবে এবং অন্য সবকিছু পালন করা থেকে এই বিষয়টি অপরিহার্য (মথি ১৭ ও ১৮; মার্ক ৯; লূক ৯)।

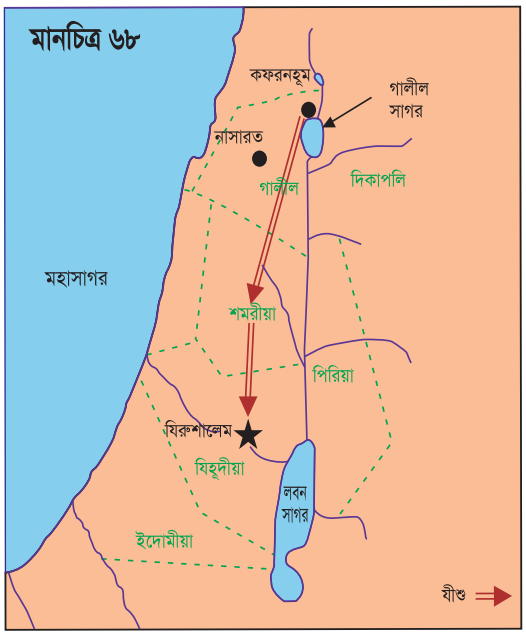

২১১. নিজেদের দলের মধ্যে না হওয়ায় যীশুর নামে ভালো কাজ করতে বারন করায়, যারা তাদের বিপে না তারাই তাদের দলে এবং তারা পুরুষ্কার পাবে বলে যীশু যোহনের ভুল সংশোধন করে দিলেন। তবে, যদি কেউ এদের কাজে বাধা দেয় তাদেরকে বরং গলায় পাথর বেধে সাগরে ফেলে দেয়া উচিত। এরপর তিনি কি ভাবে বাধা দেয়া থেকে বিরত থাকা যায় তা সমন্ধে উপদেশ দিলেন, যেখানে কীট ও আগুন অবিরত ক্লেশ দেয় সেই নরকে প্রবেশ করা থেকে বিরত থেকে বরং জগতে কষ্টভোগ করে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা ভালো। যীশু তাদের মধ্যে লবণ রাখতে বললেন এবং একে অন্যের সাথে মিলেমিশে বাস করতে বললেন, এবং সবচেয়ে ছোটকেও তুচ্ছ করতে বারণ করলেন কারন স্বর্গে তাদের দূতেরা সব সময় পিতার মুখ দেখছেন যে একজন মেষপালকের মত যারা হারিয়ে যায়নি তাদের থেকে যে মেষ হারিয়ে গিয়েছিল তাকে খুজে পেয়ে আরো বেশী আনন্দিত হন (মথি ১৮; মার্ক ৯; লূক ৯)।

২১২. দোষীদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে যীশু তাঁর শিষ্যদের তা শিখালেন, প্রথমে তার ভুলটি সংশোধন করার জন্য একা তার সাথে আলাপ করতে বললেন, যদি প্রয়োজন হয়, অন্য দু'একজন সাক্ষীকে সাথে নিয়ে আবার তার কাছে যেতে বললেন, এবং শেষ অবলম্বন হিসাবে, রায়ের জন্য মন্ডলীর কাছে যেতে বললেন। যদি দোষী দল তাদের রায় মেনে না নেয় তবে তাদেরকে শিষ্য নয় বরং দোষী বলা হবে, কারণ কোন দোষী লোককে বেধে রাখার ক্ষমতা মন্ডলীর আছে। তাদের মধ্যে দু'একজন যদি একত্র হয়ে কিছু চায় তবে পিতা তা তাদেরকে দেবেন কারণ যেখানে দুই বা তিনজন যীশুর নামে ডাকে, তিনি সেখানে উপস্থিত থাকেন। কিন্তু যীশু নির্দয় কর্মচারীর উপমার মাধ্যমে, যার অনেক ঋণ ক্ষমা করা হলেও সে তার সংগী-কর্মচারীটির সামান্য ঋণ ক্ষমা করেনি তার সম্বন্ধে সাবধান করে দিলেন, যেহেতু অন্যকে করুণা না করে আমরা ঈশ্বরের করুণা পেতে পারিনা (মথি ১৮)।

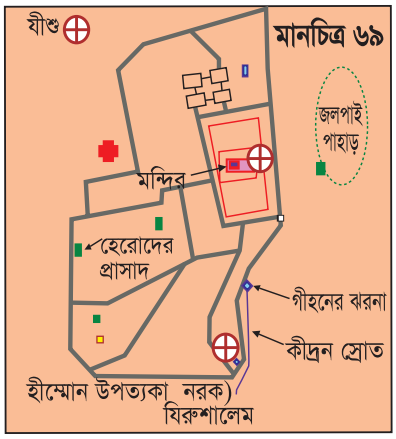

২১৩. যীশু তিন জন লোককে এই উপদেশ দিলেন যে, তার শিষ্য হবার মূল্যে তাদেরকে অবশ্যই আরাম-আয়েশ ও স্বজনদের বাদ দিতে হবে, যদি প্রয়োজন হয় তবে স্বর্গরাজ্য পাবার জন্য পিছনে না ফিরে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। যিহুদী নেতারা যারা তাঁকে মারবার যে কোন পথ খুজছিলেন তাদের এড়িয়ে চলার জন্য তিনি যিহুদায় না গিয়ে গালীলের আশপাশ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তাঁর আপন সংশয়বাদী ভাই বিদ্রুপ করে নিজেদের সাথে নিস্তারপর্ব পালনের সময়ে যিরুশালেমে প্রচারের জন্য তাকে যেতে বললেন। তিনি তাদের পরিকল্পনাকে অগ্রাহ্য করলেন, কিন্তু তাঁকে স্বর্গে তুলে নেবার সময় হয়ে এসেছে, এ কথা জেনে অতি গোপনে তিনি সেখানে গেলেন। যাবার পথে শমরীয়দের গ্রামগুলো তাঁকে স্বাগত জানাতে অস্বীকার করলো এবং তাঁর আত্মীয় যাকোব ও যোহন (উপনাম **বোনেগস,** যার মানে হলো বজ্রধ্বনির সন্তান) রাগ হয়ে তাকে বললেন যে তিনি আকাশ থেকে আগুন নামিয়ে এনে তাদের ধংস করে দিতে চান কিনা, কিন্তু তিনি তাদের বাধা দিলেন এবং অন্য গ্রামে চলে গেলেন (লূক ৯; যোহন ৭)।

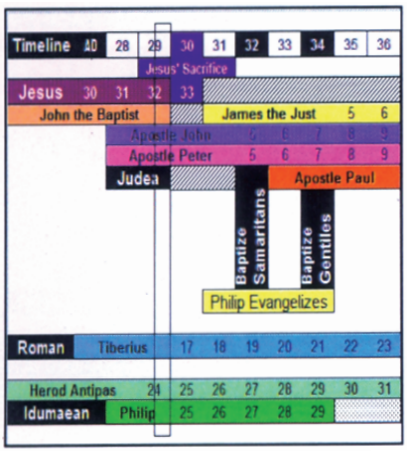

২১৪. উৎসবের ভিতরে যেখানে বসে লোকেরা যীশু ভালো না বিভ্রান্তকারী তা নিয়ে তর্ক করতে লাগলো যিহুদী নেতারা যীশুকে সেখানে খুজতে লাগলেন। এরপর ৭ম দিনে উৎসবের মাঝামাঝি সময়ে যীশু মন্দিরে তাদেরকে দেখা দিলেন এবং প্রশ্ন করলেন কেন তারা তাঁকে মারতে চান, কিন্তু তারা তা অস্বীকার করলেন, এবং কোন আইন না ভেঙ্গে বিশ্রামদিনে যেভাবে পুরোহিত ৮ম দিনের ত্বকছেদ করান তিনিও সেভাবেই অন্যদের বিশ্রাম দিনে সুস্থ্য করেছেন বলে তিনি নিজের কাজের প্রতি সমর্থন জানালেন লোকেরা তাঁকে লোকদের মধ্যে কথা বলতে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করলো এবং এই ভেবে আশ্চর্য্য হলো যে সবশেষে নেতারা কি সত্যি সত্যি তাঁকে মশিহ্ বলে মেনে নিয়েছে। এরপর যীশু তাদেরকে বললেন যে তাঁকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন এবং তিনি তাঁর আদেশানুযায়ী কাজ করছেন, কিন্তু তারা সত্যিকারে ঈশ্বরকে জানেনা। এতে করে তারা তাঁকে আটকাতে চেষ্টা করল কিন্তু তাঁর সেই নির্ধারিত সময় না হওয়ায় তারা তা করতে পারলেন না (যোহন ৭)।

২১৫. যীশু এ পর্যন্ত যা কিছু করেছেন মশিহ্‌র কাছ থেকে তার চেয়ে বেশী কিছু আশা করে না বলে ঐ ভীড়ের মধ্যে অনেকেই যীশুকে বিশ্বাস করলেন, যদিও তিনি কোথা থেকে উঠে এসেছেন তা নিয়ে সবাই অনিশ্চিত ছিলেন এবং তারা কেউই এ কথা বুঝতে পারলো না যে তিনি মশিহ্‌র জন্মের ভবিষ্যতবাণী অনুসারে বৈথলেহমে জন্মেছেন । **যীশু বললেন যদি কেউ ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে তারা বুঝতে পারবে যে তাঁর শিক্ষা ঈশ্বর থেকে আসছে।** ফরীসীরা যখন এ কথা শুনতে পেলো তখন তারা মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের মাধ্যমে পাহারাদারদের ডেকে তাকে বন্দী করতে চাইলেন। উৎসবের শেষ দিনে যীশু জোরে এই কথা বললেন যে **তাঁকে যারা বিশ্বাস করে তিনি তাদের জীবন জল দেবেন** এবং ***জীবন জলের নদী তাদের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হবে, এই কথা বলে আসলে তার স্বর্গারোহনের পর যে পবিত্র আত্মা নেমে আসবে তিনি তার কথাই বুঝাতে চাইলেন।*** তখন ভয় পেয়ে পাহারাদাররা সবাই খালি হাতে চলে গেলো, এতে করে প্রধান পুরোহিত ও ফরীসীরা তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় তাদের খুব বকা-ঝকা করলো। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন, নীকদীম, কারো কথা না শুনে তাঁর নিন্দা করা উচিত না বলে যীশুর পক্ষে কথা বললো। যাহোক, যীশু গালীলে জন্ম গ্রহণ করেছেন বলে তারা তাকে চুপ করিয়ে দিলেন (যোহন ৭)।

২১৬. এক ব্যাভীচারীণী স্ত্রীলোককে পাথর মারার জন্য জোর করে যীশুর সমর্থন আদায় করতে চেষ্টা করায় যীশু ফরীসীদের কপটতা ফাস করলেন, তাকে তিনি শাস্তি দিলেন না বরং পাপ কাজ ছেড়ে দিতে বললেন। এরপর তিনি বললেন যে **তিনিই পৃথিবীর আলো** এবং যারা তাকে অনুসরণ করে তারা কখনো অন্ধকারে যাবেনা কিন্তু জীবনের আলো খুজে পাবে। এ শুধু তার নিজেকে বড় করার কৌশল বলে ফরীসীরা তাকে দোষারোপ করলেন, কিন্তু তিনি তাদের বাধা দিয়ে বললেন **তিনি স্বর্গ থেকে এসেছেন এবং তারা যদি তাঁকে বিশ্বাস না করে তবে তাদের পাপে তারা মারা যাবে,** যেহেতু তাঁর পিতাও তারপক্ষে সাক্ষ্য দেন এবং ***যখন তারা মনুষ্যপুত্রকে উঁচুতে তুলবে তখন তারা বুঝতে পারবে যে তিনিই সেই।*** তিনি বললেন যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তার শিক্ষা মত চলে তারা তার শিষ্য, **তারা সত্য জানতে পারবে এবং সত্য তাদেরকে উদ্ধার করবে।** কিন্তু বিরোধীরা নিজেদের অব্রাহম এবং ঈশ্বরের সন্তান, এবং তারা কারো দাস নয় বলে পরিচয় দিলেন। তখন যীশু তাদেরকে বললেন যে তারা পাপের দাস ঈশ্বর যদি তাদের পিতা হতেন তবে তারা তাকে গ্রহণ করতো, কিন্তু তার বদলে তারা তাকে মারার জন্য খুজচ্ছেন কারণ শয়তান হলো তাদের আসল পিতা। তারা তাঁকে মন্দ-আত্মায় পাওয়া ব্যাক্তি বলে দোষ দিলেন এবং যখন **তিনি বললেন যে তিনি "অব্রাহমের জন্মের আগে থেকেই, ছিলেন"**, তখন তারা তাঁকে পাথর মারতে চাইলো কিন্তু তিনি মন্দির থেকে চলে গেলেন (যোহন ৮)।

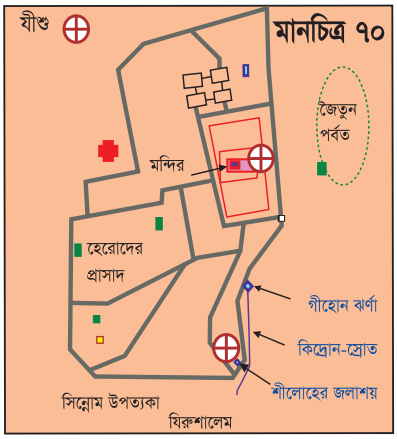

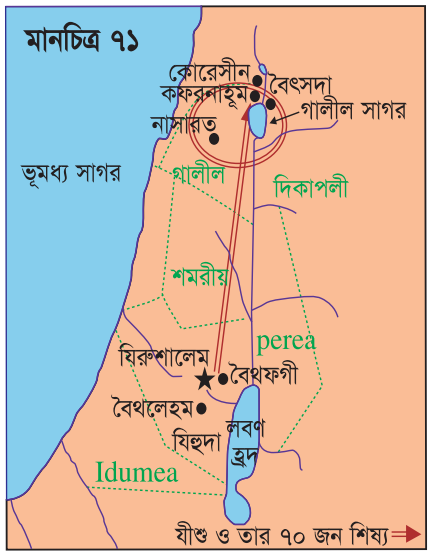

২১৭. যারা যীশুকে মশিহ্ বলে বিশ্বাস করলেন যিহুদী নেতারা তাদেরকে মন্দিরের ভিতর থেকে বের করে দিলেন। এরপর যীশু সিল্লোম সরোবরে বসে মাটি নিয়ে নিজের থুথু দিয়ে কাঁদা বানিয়ে তা ***এক জন্মান্ধের চোখে লেপে দিয়ে তাকে সুস্থ্য করলেন,*** সেই লোকটিকে যারা চিনতো তারা সবাই এই কথা চারিদিকে বলে বেড়াতে লাগলো। তাই ফরীসীরা তাঁর এই কাজে তাঁর দোষ ধরবার জন্য বলে বেড়াতে লাগলেন যে এই কাজ বিশ্রামবারে করা হয়েছে তাই কোন ভাবেই এটি ঈশ্বর থেকে কৃত হতে পারে না, এবং লোকদের তাদের বাবা-মা সহ বহিষ্কার করবার হুমকী দিলেন। কিন্তু তাঁর আশ্চর্য্য কাজের কথা আরো বেশী করে ছড়িয়ে পরতে লাগলো এবং তারা সব কিছু ভালো করে জানেন বলে তিনি অন্যদের সামনে ফরীসীদের ভুল ধরিয়ে দিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন যে ***তিনি হলেন উত্তম মেষপালক যিনি তার মেষদের জন্য জীবন দেবেন,*** তিনি কোন ভাড়া করা মেষপালক নন যে বিপদ দেখে পালিয়ে যাবেন। সত্যিকারে, ***তাঁর আরো মেষ আছে যারা এই খোয়ারের না যাদের সবাইকে তিনি এক পালে আনবেন।*** পিতা তাকে ভালোবাসেন কারণ তিনি তাঁর জন্য তার জীবন দেবেন, এবং **তাঁকে আবার বাঁচিয়ে তোলার অধিকার তাঁর আছে।** অনেকেই তাঁকে মন্দ-আত্মায় পাওয়া ব্যাক্তি বা পাগল বলে প্রমাণ করতে চাইলেন, কিন্তু অন্যরা তাঁর আশ্চর্য্য কাজ দেখে তাঁকে বিশ্বাস করলো (যোহন ৯ ও ১০; যির ২৩; যিহিস্কেল ৩৪)।

২১৮. যীশু **শান্তির লোকদের খুজতে** যারা তাদেরকে স্বাগত জানায় তাদের আশির্ব্বাদ করতে, অসুস্থ্যকে সুস্থ্য করতে এবং বলতে যে ***ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য কাছে চলে এসেছে,*** তার আগে জোড়ায়-জোড়ায় মোট সত্তুর জন শিষ্যকে পাঠালেন, কিন্তু যারা তাদের স্বাগত না জানায় তাদের কাছ থেকে সতর্ক থাকতে বললেন। এরপর এতো আশ্চর্য্য কাজ দেখেও অনুশোচনা না করায় তিনি কোরসীন, বৈৎসদা, কফরনাহূমের জন্য দুঃখ করলেন। শিষ্যেরা জোড়ায়-জোড়ায় ফিরে এসে আনন্দের সাথে তাকে জানালো যে তাঁর নামে ***এমনকি মন্দ আত্মারাও*** তাদের ***কথা শোনে,*** এবং যীশু তখন বললেন যে তিনি **শয়তানকে স্বর্গ থেকে বজ্রপাতের আকারে পড়ে যেতে দেখেছেন।** যাই হোক, যদিও **তিনি তাদেরকে শত্রুদের দমন করার শক্তি দিয়েছেন,** তবুও স্বর্গরাজ্যে তাদের নাম লিখে রাখা হবে বলে তাদের আনন্দ করা উচিত। এরপর তিনি বাবার প্রশংসা করতে লাগলেন, পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ আনন্দ, কারণ **এই সব বিষয় জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখে তা নিছক বাচ্চাদের কাছে প্রকাশ করাটাই অনেক আনন্দের** (লূক ১০)।

২১৯. যীশু এক ধর্ম গুরুকে অনন্ত জীবন পাবার জন্য আইনে যেমন বলা আছে যে তোমাদের সবকিছু দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসো এবং নিজের মত করে তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসো, তা এক ধর্ম গুরুর কাছে প্রতিপন্ন করলেন, কিন্তু এরপর দয়ালু শমরীয়ের গল্পের মাধ্যমে তিনি দেখালেন যে **সকলকেই আমাদের প্রতিবেশী মনে করা উচিত।** এরপর তিনি বৈৎফগীতে আসলেন, যেখানে দুইবোন **মার্থা ও মরিয়ম** বাস করে, এবং তিনি তাদের ঘরে বেড়াতে গেলেন। যদিও মরিয়মকে ছাড়াই মার্থাকে সকল প্রস্তুতি নিতে হলো, তবুও যীশু তার পায়ের কাছে বসে মরিয়ম যা বলেছেন তা সমর্থন করলেন (লূক ১০)।

২২০. একদিন যীশু যখন প্রার্থনা শেষ করলেন, তার শিষ্যদের মধ্যে একজন তাদেরকে প্রার্থনা শিখাতে বললেন এবং এরপর তিনি আবার **প্রভুর প্রার্থনা** করলেন, এবং এরপর তিনি ***বাবা আমাদের হতাশ করেন না, কিন্তু যারা তার কাছে চায় তাদের জন্য পবিত্র আত্মা পাঠাবেন জেনে তাদের প্রার্থনায় রত থাকতে বললেন। একজন বোবা লোকের ভিতর থেকে মন্দ আত্মা বের করায়*** লোকেরা যখন যীশুর প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করলো, অনেকেই এ সমস্ত কাজ সে শয়তানের শক্তিতে করছে বলে তার প্রতি দোষারোপ করলো এবং স্বর্গ থেকে একটি চিহ্ন দেখতে চাইলো। যীশু উত্তর দিয়ে বললেন যে শয়তান নিজের সাথে যুদ্ধ করে না এবং তিনি আরো জিজ্ঞাসা করলেন যে তাদের ছেলেরা কার শক্তিতে ভূত ছাড়ায়। এছাড়াও, তিনি তাদেরকে বললেন ***তারা শুধুমাত্র যোনার চিহ্নই পেতে পারে যিনি জলে ডুবে গিয়ে মাছের পেটে বসে মৃতদের সাথে তিন দিন কাটিয়েছেন,*** এবং জেনে করে রাখ যে নীনবীর অসুরিয় লোকেরা তোমাদের থেকে ভালো কারন তারা অনুশোচনা করেছিলো। এরপর তিনি আরো বললেন যে চোখ হচ্ছে দেহের আলো, তাই যদি তোমার চোখ ভালো হয় তবে তুমি পরিপূর্ণ আলো পাবে, কিন্তু তা মন্দ হলে তুমি অন্ধকারে পূর্ণ হবে (লূক ১১; যোনা২)।

২২১. যীশু কথা শেষ করলে পরে এক ফরীসী তাকে খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন, কিন্তু হাত না ধোবার জন্য যীশুকে তিরস্কার করলেন। তাই যীশু ফরীসীরা কতটুকু উপর উপর পরিচ্ছন্ন, আত্ম-অহমীকায় পূর্ণ, এবং ভিতরে কতটা কপট যারা দশমাংশ ঠিক ভাবে দিলেও ন্যায়বিচারকে ও ঈশ্বরের ভালোবাসাকে অবজ্ঞা করে থাকে তা সবার সামনে তুলে ধরলেন। তিনি লোকদের উপর ভারী বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে সত্যিকারে ঈশ্বরকে জানা থেকে বিরত রাখায় ধর্মগুরুদের বচশা করলেন। ***যীশু তাদের সতর্ক করে বললেন যে তাদের পূর্বপুরুষরা ভাববাদীদের খুন করেছে এবং এখন আদমের ছেলে হেবলের খুন থেকে আরম্ভ করে যোয়াশ রাজার সখরিয়ের খুন পর্যন্ত রক্তের দায়ী হবে এই কালের লোকেরা।*** এতে করে যীশুর কথার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে ধরার জন্যধর্মগুরুরা ও ফরীসীরা প্রশ্নের মাধ্যমে তাকে আক্রমন করে বসলো (লূক ১১)।

২২২. যীশু এরপর তার কাছে ভীড় করে থাকা হাজার হাজার লোকদেরকে, যারা তার কথা শোনার জন্য ঠেলাঠেলী করছিলো, তাদেরকে ফরীসীদের কপটতা সমন্ধে সাবধান করে দিলেন এবং এই কথা মনে করিয়ে দেন যে মানুষের প্রতি ভয় নরকে পৌছে দেয়, তাই ঈশ্বরকে ভয় করো, মৃত্যুর পরেও যার শক্তি রয়েছে, তাছাড়া তিনি আমাদের প্রতি আরো যত্নশীল। লোকদের সামনে যে কেউ যীশুকে স্বীকার করে, যীশুও ঈশ্বরের দূতগণের সামনে তাকে স্বীকার করিবেন, কিন্তু 'যিনি তার শিষ্যদেরকে রা করবেন সেই পবিত্র আত্মার বিপে, যে অপমানের কথা বলে তাদেরকে ছাড়া প্রত্যেককেই মা করা হবে। এরপর যীশু সম্পত্তি ভাগ করার বিষয়ে একজনের অনুরোধের জবাব দিতে গিয়ে এক মূর্খ ধনীর উপমা ব্যবহার করলেন যে তার সবটুকু সময় ধন-সম্পদের পিছনে ব্যয় করলো কিন্তু ঈশ্বরের কাছে কিছু সঞ্চয় না করে মরলো, এবং তাদেরকে মনে করিয়ে দিলেন যে তারা স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হবে, তাই তিনি প্রতিদিনের খাদ্যের জন্য ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে এবং গরীবদের সাহায্যের মাধ্যমে **স্বর্গে ধন সঞ্চয়** করতে বললেন (লূক ১২)।

২২৩. যীশু তার শিষ্যদের সজাগ ও ভালো কর্মচারী হতে, এবং তাদের সহকারী কর্মচারীদের যত্ন নিতে বললেন, যাতে করে তাদের বিস্বস্ততার কারনে শাস্তি নয় বরং পুরুস্কার পেতে পারে। তার শিষ্য হতে হলে অনেক বাধা আসবে এমন কি নিজের পরিবার থেকেও বাধা আসতে পারে, সময়ের দিকে ল্য রাখ ও তাড়াতাড়ি বিরোধ মেটানোর চেষ্টা করো। এরপর তারা যীশুকে কয়েকজন গালীলীয়দের সম্পর্কে বললো যারা বলী উৎসর্গ করার সময় রোমীয় প্রশাসক পিলাত তাদেরকে মেরে ফেলেন, এবং তাই সম্পূর্ণ জাতি তাদের মন্দ কাজের জন্য কি ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যেই না রয়েছে তা তুলে ধরতে যীশু তাদেরকে এক ফলবীহিন ডুমুর গাছের গল্প বললেন যা কেটে ফেলা হয়েছিলো (লূক ১২, ১৩)।

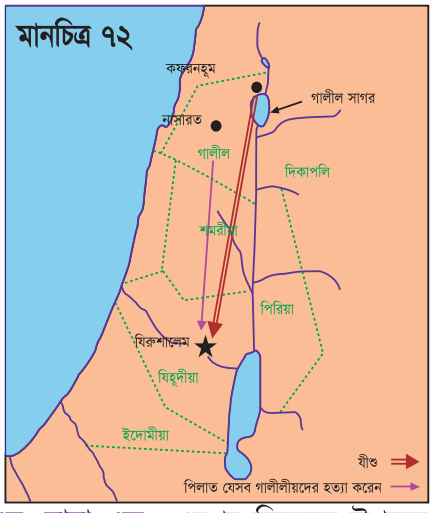

২২৪. যীশু মন্দিরে বসে শিা দিলেন এবং ১৮ বছর যাবত ধরে কুজো এক মহিলাকে সুস্থ্য করলেন। কিন্তু ধর্ম নেতারা তার কাজে তার প্রতি রুষ্ট হলেন, এইজন্য যীশু তার বিপে থাকা প্রত্যেককে বচসা করে বললেন যে বিশ্রামবারে তারাও তাদের পশুদের যত্ন নিয়ে থাকেন, যা লোকদের আনন্দ দেয় (লূক ১৩)।

২২৫. মন্দির-প্রতিষ্ঠার পর্ব (Hanukkah) পালনের সময়ে যীশু যিরূশালেমে গেলেন এবং যিহূদীরা তাকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞাসা করলো যীশু যদি খ্রীষ্ট হন, তবে তা স্পষ্ট করে যেন তাদেরকে তা বলেন। তিনি উত্তর দিলেন, তিনি তাদেরকে বলেছেন এবং তিনি যে সব কাজ তার বাবার নামে করছেন, সেই সমস্ত তার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু তারা তা বিশ্বাস করে না, কারণ তিনি যাদের অনন্ত জীবন দেবেন তারা তার সেই মেষ নয় যেহেতু **তিনি এবং বাবা এক**। এরপর নিজেকে ঈশ্বরের সমতুল্য বলায় যিহুদীরা তাকে পাথর মারতে চাইলেন, কিন্তু যীশু তার করা ভালো কাজ গুলোর কথা ও গীত ৮২ অধ্যায়ের কথা যে "পিতা ও পুত্র হলেন সর্ব্বশক্তিমান", যা তারা সেই নির্বাসনের সময় থেকে মানুষের বিচারের গান নামে, প্রতি বুধবার মন্দিরে সকালের বলী উৎসর্গের সময়ে গন – প্রার্থনায় গেয়ে থাকে তা তাদেরকে মনে করিয়ে দিলেন। তাই **তিনি তাদেরকে বললেন যখন তিনি নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলছেন তখন কেন তারা তাকে ঈশ্বরনিন্দক বলছেন এবং এ ধরনের কাজ করছেন,** তখন তারা আবার যীশুকে ধরবার চেষ্টা করলেনএবং তিনি তাদের এড়িয়ে চলে গেলেন (যোহন ১০)।

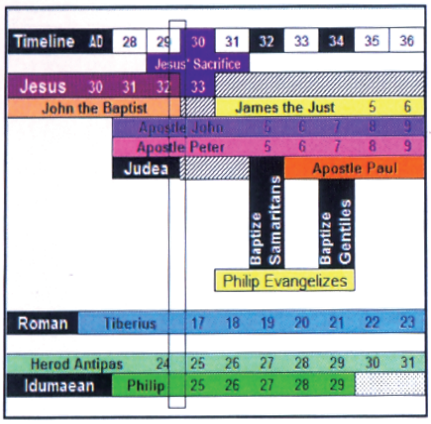

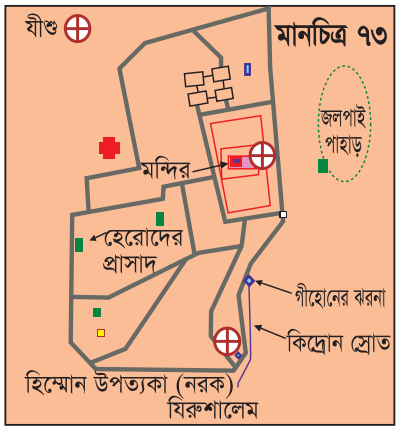

২২৬. পরে তিনি যর্দনের অন্যপারে, যেখানে তিনি বাপ্তাইতিজ হয়েছিলেন সেখানে থাকার জন্য গেলেন এবং অনেকেই তার কাছে আসলো এবং বলল যোহন এই ব্যক্তির বিষয়ে যে সব কথা বলেছেন সে সব সত্য, এবং তারা তাকে বিশ্বাস করলো। পরে যীশু যিরুশালেমে যাবার পথে যে সব শহরগুলো পরে সেই শহরগুলো ভ্রমন করতে করতে যিরুশালেমের দিকে এগোতে লাগলেন, এবং দেরী হয়ে যাবার আগেই যিহুদীদের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য সংগ্রাম করতে শিক্ষা দিলেন যাতে করে প্রতিটি জায়গা থেকে লোকদের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করার সাথে সাথে যাদেরকে বের করে দেয়া হবে তাদের সঙ্গে এদেরকেও ফেলে দেয়া না হয়। এরপর ফরীসীদের মধ্যে কয়েকজন তাকে সেখান থেকে চলে যেতে বললেন অন্যথায় হেরোদ তাকে মেরে ফেলবেন, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন যে *এখনো তার ভূত ছাড়ানোর ও সুস্থ্য করার জন্য অনেক সময় রয়েছে* কারণ যিরুশালেমে পৌছাতে এখনো দেরী আছে, যেখানে সকল ভাববাদী নিহত হয় (লূক ১৩)।

২২৭. যীশু এক বিশ্রামবারে প্রধান ফরীশীদের এক জন অধ্যক্ষের বাড়ীতে আহার করতে গিয়ে এক জলোদরীকে দেখলেন এবং বিশ্রামবারে আরোগ্য করা বিধেয় কিনা তা জানতে চাইলেন, কিন্তু তারা চুপ করে থাকল, তখন *তিনি তাকে সুস্থ করলেন* এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন তাদের মধ্যে কে আছে যার সন্তান কিম্বা বলদ কূয়াতে পড়ে গেলে সে বিশ্রামবারে তৎক্ষণাৎ তাকে তুলবে না, তারা এই সব কথার কোন উত্তর দিতে পারল না। যীশু অতিথিদের খাবারের সময়ে প্রধান জায়গা দখলের জন্য ব্যস্ত হতে বারণ করলেন, এবং গৃহকর্তাদেরকে শুধুমাত্র তাদের ধনী বন্ধুদের আমন্ত্রণের বদলে গরীবদেরকে আমন্ত্রণ করতে বললেন। এই সব কথা শুনে তাদের মধ্যে এক জন তাকে বললো ধন্য সেই ব্যক্তি যে ঈশ্বরের রাজ্যে ভোজন করবে, যীশু তাকে দায়িত্বহীন অতিথিদের গল্পের মাধ্যমে তাদেরকে দেখালেন যে তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করার আমন্ত্র গ্রহন করছেন না, তাই তিনি দূর - দূরান্ত থেকে অন্যন্নদেরকে আমন্ত্রন করবেন (লূক ১৪)।

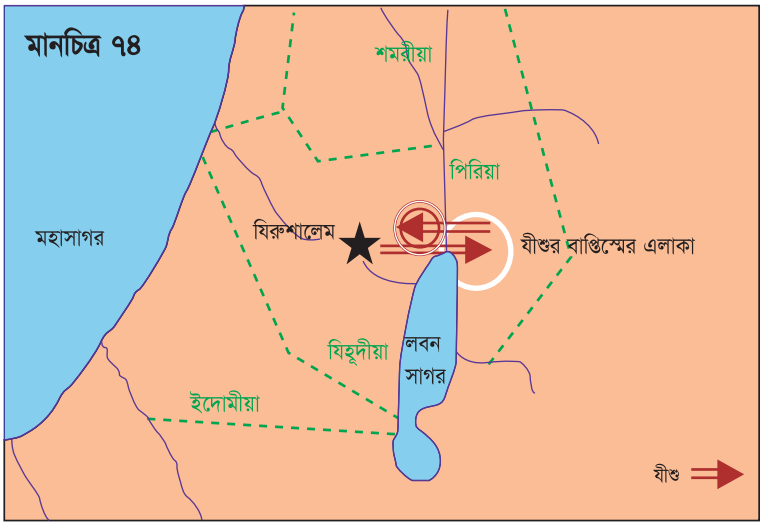

২২৮. এখন যীশুর সাথে অনেক লোক চলতে লাগলেন, কিন্তু তিনি তাদেরকে তার শিষ্য হবার মূল্য নির্ধারন করতে বললেন, যেখানে তাদের আত্মিয় - স্বজনদের হারানোর মূল্যে হলেও, তাদেরকে নিজেদের ক্রুশ বহন করতে হবে ও তাকে অনুসরণ করতে হবে। ফরীসীরা এবং ধর্মগুরুরা এই বলে গুজব ছড়াতে লাগলেন যে যারা কর আদায়কারী এবং পাপী তারা যীশুর কথা শুনতে আসে, তাই তিনি মহাপাপীদেরও যে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার সুযোগ রয়েছে তা বোঝাবার জন্য হারানো মেষের গল্প, এক মহিলার হারিয়ে যাওয়া সিকি খুজে পাওয়ার গল্প এবং অপব্যায়ী পুত্রের গল্প বললেন (লূক ১৪, ১৫)।

হাইপারলিংক-শিয়োল এবং হাড্স
http:/www. jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=614&letter=s&search=sheol

২২৯. যীশু এক চতুর দেওয়ান যে কিনা তার মালিকের ধন দিয়ে মিত্র লাভ করেছিলো সেই গল্পের মাধ্যমে এই বিষয় জানালেন যে মানুষ কি ভাবে ধন সঞ্চয় না করে ধনীদের ধন দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করতে পারে, কিন্তু অর্থলোভী ফরীসীরা তাকে উপহাস করলেন এবং তাকে উত্তর দিতে বাধ্য করলেন যে ব্যভীচার ছাড়া আর কোন পাপের জন্য তালাক দেয়ার নিয়ম রয়েছে কিনা। তাই তিনি বললেন যে যদিও তারা তাদের বিচার করে থাকেন, তবুও ঈশ্বরের চোখে তা ঘৃনার যোগ্য, যদিও যোহন বাপ্তাইজকের সময় পর্যন্ত আইনের মাধ্যমে ও ভাববাদীরা প্রচার করে এসেছেন, কিন্তু এখন স্বর্গরাজ্যের সুসমাচার শিক্ষা দেয়া হচ্ছে এবং স্ত্রীকে কোন কারণ ছাড়া যে কেউ শুধু মাত্র আরেক স্ত্রী পাবার জন্য তালাক দেয় সে ব্যাভীচার করে। যীশু তাদের এক ধনী লোক এবং হত দরিদ্র লাসারের গল্প বললেন এবং **লাসার** তার ফেলে দেয়া টুকরো খাবার গুলো খেতো, কোন এক সময় এরা দুজনেই মারা গেলো এবং তাদেরকে কবর দেয়া হলো। স্বর্গদূতেরা লাসারকে অব্রাহমের কোলে বসালেন যেখানে অনেক আরামে রইলেন, অন্যদিকে ধনী লোকটি নরকে শাস্তি পেতে লাগলো এবংঅব্রাহম তার পরিবার সহ তাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করলেন কারণ তারা মোশি ও ভাববাদীদের কথা শোনেনি এবং ***কেউ মৃত থেকে জীবিত হবার পরেও তারা অনুশোচনা করেনি।*** এরপর যীশু কারো সামনে বাধার সৃষ্টি করতে সতর্ক করে দিলেন, এবং ক্ষমা করতে বললেন ও বিনয়ের সাথে অল্প বিশ্বাসের সাহায্যেও অনেক বড় কিছু করতে পারা যায় তা জানালেন (মথি ১৯; মার্ক ১০; লূক ১৬, ১৭)।

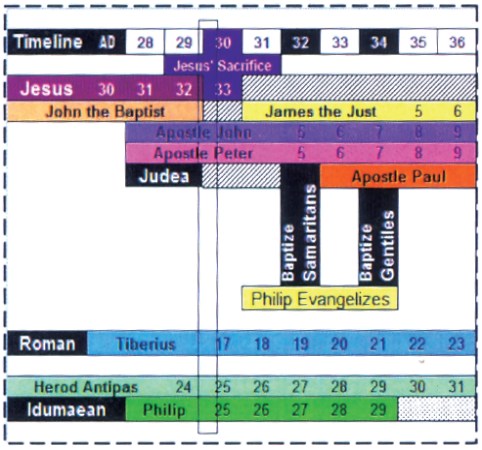

হাইপারলিংক- যিহুদীদের পর জীবনে বিশ্বাসের প্রতি যোষেফের ব্যাখ্যা
প্রাচীন যিহুদী ঐতিহাসিক যোষেফ যীশুর সময়ে ফরীসী, সদ্দূকী, এবং অন্যদের মধ্যে থাকা বিভিন্ন বিশ্বাসগুলোর ব্যাখ্যা দেন ।
আলেকজান্ডার দি গ্রেটের মাধ্যমে যিহুদায় যে ধারণার সূচনা হয়েছিলো সদ্দূকীরা সেই মানবতান্ত্রিক গ্রীক ধারণা পোষণ করতো, আবার ফরীসীরা যিহুদীদের পারস্যে থাকা অবস্থায় যে ধারণা দেয়া হয়েছিলো তার বিস্তার ঘটিয়েছিলো, যা খ্রীষ্ট পূর্ব ৫৩৯ সালে দানিয়েলের সময়ে বাবিলের পতনের পরে শুরু করা হয়েছিলো।
http:/ www.ccel.org/j/josephus/works/ant-18.htm
১ অধ্যায় ২-৬ পদে যান